দৈনিক ইত্তেফাক

1 JAN 2003
তারিখ ... 1 JAN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

সংশোধিত গ্রেডিং পদ্ধতি: জিপিএ-৫ এখন পরীক্ষার্থীর অতি নাগালে

বিগত ২০০১ সাল থেকে এসএসসি ২০০৩ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়ে ২০০১ ও ২০০২ সালে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে এবং ২০০৩ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল একই নিয়মে গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে। ঢাকা বোর্ডের অধীনে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রেড 'A' এবং গ্রেড A+ -এর নম্বরের ব্যবধান ২০ হওয়ার কারণে মেধার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি বলে মন্তব্য করেছে। এতদসত্ত্বেও বিগত দু'বছরই এ ত্রুটিপূর্ণ গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পূর্বের গ্রেডিং পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ২০০৩ সালেও এই ত্রুটিপূর্ণ গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ হবে বলে জানা যায়। ত্রুটিপূর্ণ গ্রেডিং পদ্ধতি অনেক আগেই ত্রুটিমুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। দেরিতে হলেও বর্তমান সরকার ত্রুটিপূর্ণ গ্রেডিং পদ্ধতির সংশোধন করে ২০০৪ সাল থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এজন্য বর্তমান সরকারকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বর্তমান সংশোধিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে যে প্রধান ত্রুটিটি দূর করা হয়েছে তাহল-চতুর্থ বিষয়কে ফলাফলে বিবেচনায় আনা। এই ত্রুটি সংশোধনের ফলে লাখো লাখো পরীক্ষার্থী উপকৃত হবে। প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল থাকবে এবং শিক্ষাকে কর্মমুখী করার সরকারের প্রয়াস বাস্তবায়িত হবে।

বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতিতে যে ত্রুটিটি রয়ে গেছে বলে মনে করছি, তাহল গ্রেডিং পদ্ধতির সর্বোচ্চ ধাপটি (৮০-১০০)। সর্বোচ্চ ধাপে যেখানে মেধার যাচাই হয়-সেখানে ২০-এর ব্যবধান থাকায় মেধার সঠিক যাচাই হবে না বলে আমরা মনে করছি। বিগত দুই সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গিয়েছে যে, চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ফলাফলে যোগ ব্যতীত ২০০১ সালে সারাদেশে ৭৬ জন এসএসসি পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে এবং ২০০২ সালে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৭-এ উন্নীত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ছাড়াই যেখানে ৩২৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে অর্থাৎ ৩২৭ জন প্রত্যেকে প্রত্যেকটি বিষয়ে ৮০ এবং তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে। এতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শ্রেণী ব্যবধান ২০ থাকায় মেধার যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না। ২০০৪ সাল থেকে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ফলাফলে যোগ করা হলে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ যে পাবে এতে কোন সন্দেহ নেই । অর্থাৎ মেধার সঠিক যাচাই হবে না। অতএব ৮০-১০০ এই শ্রেণীকে ভেঙ্গে দুটি ধাপ করা হলে মেধার সঠিক মূল্যায়ন হবে বলে আমরা মনে করি। নিম্নের বিন্যাস পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

শ্রেণী ব্যাপ্তি	গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
৯০-১০০	A+	৫
৮০-৮৯	A	৪
৭০-৭৯	A-	৩.৫
৬০-৬৯	B+	৩
৪৫-৫৯	C	২
৩৩-৪৪	D	১
০-৩২	F	০

বর্তমান সংশোধিত গ্রেডিং পদ্ধতি ২০০৩ সাল থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা থেকে কার্যকরী করা হলে লাখো লাখো এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থী উপকৃত হবে । অতএব ২০০৩ সাল থেকে সংশোধিত গ্রেডিং পদ্ধতি কার্যকর করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোঃ মুজিবুর রহমান,
সভাপতি,
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কারিগরি শিক্ষক সমিতি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান আইডিই, ঢাকা।